



কৃষিমন্ত্রক

# কৃষকদের উপার্জন বৃদ্ধির পদক্ষেপ সরকার কৃষকদের উপার্জন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী পুরুষোত্তম রূপালা

Posted On: 27 JUL 2017 1:42PM by PIB Kolkata

সরকার কৃষকদের উপার্জন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী পুরুষোত্তম রূপালা। মঙ্গলবার লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি একথা জানান। এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১) মৃত্তিকা স্বাস্থ্যপত্র (এস.এইচ.সি.) প্রকল্প, যার মাধ্যমে কৃষকরা তাঁদের জমিতে কী ধরনের প্রধান ও অপ্রধান পুষ্টিগুণ রয়েছে তা জানতে পারেন। তাতে বিবেচনাপূর্ণভাবে সার ব্যবহার করতে পারেন, যার ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি সম্ভব এবং সার ইত্যাদির জন্য খরচও কমে যায়।

২) ইউরিয়ার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নীমের আন্তরণ দেওয়া ইউরিয়ার ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, যাতে ইউরিয়ার লভ্যতা বাড়ানো যায় এবং সার প্রয়োগের খরচ কমানো যায়। দেশে উৎপাদিত এবং বিদেশ থেকে আমদানি করা সমস্ত ইউরিয়াই এখন নীমের প্রলেপযুক্ত।

৩) পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা (পি.কে.ডি.ওয়াই.) রূপায়িত হচ্ছে দেশে জৈব চাষের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য। এর ফলে জমির স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে ও তাতে জৈব পদার্থ বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষকদের মোট আয় বৃদ্ধি পাবে।

৪) প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা (পি.এম.কে.এস.ওয়াই.) রূপায়িত হচ্ছে সেচের সুবিধা সুনিশ্চিত করা, জলের অপব্যবহার কমানো এবং জল ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চাষ যোগ্য জমির এলাকা বৃদ্ধির জন্য।

৫) জাতীয় কৃষি বাজার প্রকল্প (ই-নাম)-এর সূচনা হয়েছে ১৪-০৪-২০১৬ তারিখে। এই প্রকল্পে জাতীয় পর্যায়ে ই-মার্কেটের সূচনার লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং আগামী ২০১৮সালের মার্চ মাসের মধ্যে দেশের ৫৮৫টি নিয়ন্ত্রিত বাজারে ই-মার্কেটিং এর পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য সহায়তা করা হবে। এখন পর্যন্ত ১৩টি রাজ্যের ৪৫৫টি বাজারকে ই-নাম এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই উদ্ভাবনামূলক বাজারের ফলে আরও ভালো মূল্য পাওয়ারসম্ভাবনা রয়েছে এবং একই সঙ্গে রয়েছে স্বচ্ছতা ও প্রতিযোগিতার সুযোগ, যা ‘এক জাতিএক বাজার’-এর লক্ষ্যকে সূচিত করবে।

৬) প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা (পি.এম.এফ.বি.ওয়াই.) রূপায়িত হচ্ছে ২০১৬সালের খারিফ ফসল চাষের সময় থেকে এবং তা খুব স্বল্প মূল্যের প্রিমিয়ামের মাধ্যমে কৃষকদের জন্য সহজলভ্য। এই প্রকল্পে চাষের পরবর্তী ঝুঁকি সহ ফসলের সমস্ত পর্যায়ের জন্য বিমার সুযোগ রয়েছে।

৭) সরকার তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফসলের স্বল্প-মেয়াদী ঋণের জন্য ৩% পর্যন্ত সুদের ক্ষেত্রে অর্থ সহায়তা করে থাকে। বর্তমানে কৃষকদের জন্য ঋণের ক্ষেত্রে সুদেরপরিমাণ বছরে ৭ শতাংশ, যাকে দ্রুত পরিশোধের ক্ষেত্রে কমিয়ে ৪ শতাংশ করা হয়েছে। তাছাড়া সুদের ক্ষেত্রে অর্থ সহায়তা প্রকল্পে ২০১৬-১৭ সালে যেখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাব হয়েছে, সেখানে কৃষকদের সহায়তা করতে সুদের ক্ষেত্রে ২ শতাংশ অর্থসহায়তা প্রথম বছরের জন্য চালিয়ে যাওয়া হবে। কৃষকদের মধ্যে কমমানে ফসল বিক্রির বিষয়ে নিরুৎসাহিত করতে এবং গুদাম ঘরে তাদের ফসল জমিয়ে রাখায় উৎসাহিত করতে, কৃষান ক্রেডিট কার্ডযুক্ত কৃষকদের চাষ-পরবর্তী আরও ছয় মাস কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে যেরকম, সেই একই রকম সুদের ক্ষেত্রে অর্থ সহায়তা বজায় থাকবে।

৮) রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (আর.কে.ডি.ওয়াই.) হচ্ছে যেসব এলাকায় আরও বেশি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সেইসব এলাকাকে প্রয়োজনীয়গুরুত্ব দেওয়ার জন্য। এই প্রকল্পের অধীনে এলাকাগুলোর জৈব-পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা, অগ্রাধিকার এবং তাদের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে এলাকা বাছাই করা, পরিকল্পনার অনুমোদন দেওয়া এবং প্রকল্প/কর্মসূচি রূপায়ণ করার জন্য রাজ্যগুলোকেই সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়।

৯) জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা মিশন (এন.এফ.এস.এম.) এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীনেধান, গম, ডাল, এবং পশুখাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এন.এফ.এস.এম.—ডাল রূপায়িত হচ্ছে ২৯টি রাজ্যের ৬০৮টি জেলায়, এন.এফ.এস.এম.—ধান রূপায়িত হচ্ছে ২৫টি রাজ্যের ১৯৪টি জেলায়, এন.এফ.এস.এম.—গম রূপায়িত হচ্ছে ১১টি রাজ্যের ১২৬ জেলায় এবং এন.এফ.এস.এম.—পশুখাদ্য রূপায়িত হচ্ছে ২৮টি রাজ্যের ২৬৫টি জেলায়। এন.এফ.এস.এম.-এর অধীনে কৃষকদের বীজ সরবরাহ (এইচ.ওয়াই.ডি.এস./হাইভিড), বীজের উৎপাদন (শুধু ডালের ক্ষেত্রে), আই.এন.এম. এবং আই.পি.এম. প্রযুক্তি, সম্পদ সংরক্ষণ প্রযুক্তি/সরঞ্জাম/খামারযন্ত্রি কীকরণ, কার্যকর জল ব্যবহার সরঞ্জাম, কৃষকদের ফসল তোলার সঙ্গে যুক্তপদ্ধতির প্রশিক্ষণ এবং মূল্যযুক্ত করার ক্ষেত্রে তাদেরকে সহায়তা করা হচ্ছে।

১০) তৈলবীজ ও অয়েল পাম নিয়ে জাতীয় মিশন (এন.এম.ও.ও.পি.) কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে ২০১৪-১৫ সাল থেকে। এন.এম.ও.ও.পি.-এ লক্ষ্য হচ্ছে দেশে ডেজিটেল তেলের চাহিদাপূরণের জন্য তৈলবীজের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। এর জন্য রাজ্যগুলোরকৃষি/উদ্যানবিদ্যা দফতরের মাধ্যমে এই মিশনের বেশকিছু কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে।

১১) সুসংহতভাবে উদ্যানের উন্নয়ন মিশন (এম.আই.ডি.এইচ.) এই কেন্দ্রীয় প্রকল্প ২০১৪-১৫সাল থেকে রূপায়িত হচ্ছে। যার অধীনে ফল, সবজি, মাশরুম, মশলা, ফুল, সুগন্ধি গাছ,নারিকেল, কাজু, কোকা এবং বাঁশ সহ সমস্ত উদ্যান ফসলের সামগ্রিক বিকাশের কাজ হচ্ছে।এই মিশনের মধ্যে রয়েছে ন্যাশনাল হাটকালচার মিশন (এন.এইচ.এম.), হাটকালচার মিশনফর নর্থ-ইস্ট এন্ড হিমালয়ান স্টেটস (এইচ.এম.এন.ই.এইচ.), ন্যাশনাল হাটকালচারবোর্ড (এন.এইচ.বি.), কোকানট ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (সি.ডি.বি.), এবং নাগাল্যান্ড-এরসেটাল ইনস্টিটিউট অফ হাট কালচার। এম.আই.ডি.এইচ.-এর অধীনের রয়েছে সমস্ত রাজ্যএবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।

কৃষকদের আয় বৃদ্ধির জন্য এছাড়া গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপগুলো হচ্ছে:

১) সরকার কৃষি পণ্য ও পশু বাজার (উন্নয়ন ও সুবিধা) আইন, ২০১৭ নামে একটি নতুন খসড়া করেছে, যা রাজ্যগুলোকে তাদের নিজস্ব আইনের মাধ্যমে গ্রহণ করার জন্য২৪.০৪.২০১৭ তারিখে প্রকাশ করে হয়েছে। এই আইনে বর্তমানের এ.পি.এম.সি. নিয়ন্ত্রিত বাজার ছাড়াও বিকল্প বাজারের সংস্থান রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে বেসরকারি বাজার, প্রত্যক্ষ বাজার, কৃষক-গ্রাহক বাজার, বিশেষ পণ্য বাজার, হিমঘর/গুদাম অথবা এ ধরনেরকোনো কাঠামোকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বাজার প্রদান (এম.এন.আই.) হিসেবে ঘোষণা দেওয়া,যাতে উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর সংখ্যা কমানো যায় এবং ক্রেতার প্রদত্ত অর্থ কৃষকের কাছেই বেশি করে দেওয়া যায়।

২) সরকার এম.এস.পি. অভিযানের মাধ্যমে গম ও ধান সংগ্রহ করেছে। তাছাড়া সরকার কৃষি ও উদ্যান ফসলের পণ্য সংগ্রহের জন্য যেক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়কমূল্য প্রকল্প নেই সেখানে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অনুরোধে মার্কেট ইন্টারভেনশন স্কিম (এম.আই.এস.)রূপায়িত করেছে। এম.আই.এস. রূপায়িত করা হচ্ছে মূলত ফসল উৎপাদনের মরসুমে যখন ফসলেরদাম কম থাকে, তখন যাতে কৃষকরা উৎপাদন খরচেরও কম দামে বা স্বল্পমূল্যে বিক্রি করতেবধ্য না হন।

৩) কমিশন অন এগ্রিকালচার কন্ট্রোল প্রাইসেস (সি.এ.সি.পি.)-এর প্রস্তাব অনুসারে খারিফ ও রবিসস্য দুই ক্ষেত্রেই এম.এস.পি. কার্যকর হচ্ছে। কমিশন চাষের খরচ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে ও পর্যালোচনা করে এবং এম.এস.পি.’র প্রস্তাব করে। ডাল ও তৈলবীজ চাষের চাষেরক্ষেত্রে উৎসাহ বৃদ্ধি করতে সরকার ২০১৭-১৮ সালের খারিফ শস্যের জন্য এম.এস.পি.থেকে অনেক বেশি বোনাসের ঘোষণা দিয়েছে। এমনকি গত বছরও সরকার ডাল ও তৈলবীজের ক্ষেত্রে এম.এস.পি. থেকে বেশি বোনাসের ঘোষণা দিয়েছে।

কৃষকদের আয়বৃদ্ধির জন্য সরকার পরিচালিত আরও কিছু বাজার নিয়ন্ত্রণের বিষয় রয়েছে, যেমন প্রাইস স্টেবিলাইজেশন ফান্ড, ভারতের খাদ্য নিগমের কর্মসূচি ইত্যাদি।

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও সরকার আনুষঙ্গিক নানা বিষয় যেমন মৌমাছি পালন ইত্যাদির ওপর জোর দিচ্ছে, যাতে কৃষকদের আয় বাড়ানো যায়।

(Release ID: 1497379) Visitor Counter : 3

## Background release reference

মৃত্তিকা স্বাস্থ্যপত্র (এস.এইচ.সি.) প্রকল্প, যার মাধ্যমে কৃষকরা তাঁদের জমিতে কী ধরনের প্রধান ও অপ্রধান পুষ্টিগুণ রয়েছে তা জানতে পারেন

